Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 343 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 343 - 352
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নগরজীবন : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কণিকা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kanikachiranjayi@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Urban Life, Divorce, Live Together, Acting World, Landlord, Tenant, Call Girl Culture, Old Age Homes, Alcoholism, Drugs.

Abstract
This paper will discuss the multifaceted nature of urban life in the novels of Suchitra Bhattacharjee. Urban life is the refuge in the novels of Suchitra Bhattacharjee. Since Suchitra Bhattacharjee grew up in the city of Kolkata, it is natural that various issues of urban life come up in her novels. The important aspect of urban life i.e. divorce is the main theme of Suchitra Bhattacharjee's novels. We notice the reflection of separation in the novels like 'Ami Raikishori', 'Dhusor Bisad', 'Ses Belay', 'Fire Dekha', 'Shyamoli', 'Arpita', 'Hridoy Atol', 'Alo Chaya', 'Rangin Prithibi', 'Rang Bodlay' etc. Live together is a common thing in urban life. This theme of live together is vividly present in her novels. We find the context in the novels like 'Faki', 'Chena Mukh Achena Mukh', 'Soheli', 'Nilghurni', 'Hothat Ekdin', 'Bhanga Ayna', 'Shunno Theke Shunno', 'Rangin Prithibi', 'Ayna Mohol etc.' The Naxalite movement that once created a terrible situation in the heart of the city of Kolkata is revealed in a short scale in the two novels 'Jokhon Juddhoa been reflected in the novels like 'Bhalo Meye Kharap Meye', 'Nandini', 'Rangin Prithibi' etc. Besides, the negative aspects of the acting world are also shown in these novels. These novel show that women are willing to sacrifice their bodies to get a chance to act. The aspect of the conflict between landlord and tenant in urban life is recorded in the novel 'Aniket'. Apart from this, call girl culture, old age homes, women trafficking, alcoholism, drugs etc. are also reflected in the novels of Suchitra Bhattacharjee.

Discussion

সমাজ জীবনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়– একটি গ্রামজীবন অপরটি নগরজীবন। নগরজীবন গ্রামজীবনের ঠিক বিপরীত। নগরজীবন বড়ো কঠিন ও রূঢ়। পল্লীগ্রামের মতো শান্ত-নির্জন পরিবেশ, উন্মুক্ত মাঠ ও বিশুদ্ধ বায়ু নগরজীবনে নেই। ইট-পাথরের সুউচ্চ ইমারত, অফিস, আদালত, কলকারখানা, শত সহস্র যানবাহন, মানুষের অবিরাম ছুটে চলা, কোলাহল নগরজীবনের পরিচিত চিত্র। সামাজিক অনুশাসন, জাতপাত, ধর্মীয় ভেদাভেদ নগরজীবনে তেমন গুরুত্ব পায় না। উন্নত

শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নগরজীবনে সর্বদা উপলব্ধ থাকে। নগরজীবনে লক্ষ করা যায় বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মানুষ। এখানে মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে মানুষে-মানুষে হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার অবকাশ থাকে না। এতে অধিকাংশ নগরের মানুষই একাকিত্বের শিকার হয়। অনেক সময় একাকিত্ব থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে ও সমাজের হিতার্থে নগরের মানুষ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থাৎ সমাজকে আধুনিকীকরণের দিকে নিয়ে যেতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাও পালন করে। অন্যদিকে মাঝে মাঝেই নগরের যান্ত্রিক জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে নাগরিকরা। এই একঘেয়েমি জীবন মুক্তিলাভের জন্য তারা বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) নাগরিক জীবনের কথাকার। তিনি মূলত কলকাতা নগরজীবনের কথা দিয়েই তাঁর কথাসাহিত্যের মালা নির্মাণ করেছে। আরও স্পষ্ট করে বললে হয় নগরজীবনই হচ্ছে তাঁর উপন্যাসের আশ্রয়। আর এক্ষেত্রে তিনি সাবধানবাণী পেয়েছেন সাহিত্যিক বিমল করের কাছ থেকে। কথায় বলে ‘রতনে রতন চেনে’। নিজে একজন লেখক হয়ে বিমল কর ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের পক্ষে নগরজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য নির্মাণ করাই যথাযথ, উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ হবে। আমরা জানি নগর কলকাতাতেই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বেড়ে ওঠা ও বড় হওয়া। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তাই নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। গভীর পর্যবেক্ষণে দেখতে পাই নগরজীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ তথা গার্হস্থ্য – দুইরূপই চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য যে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে রান্নার কাজের জন্য রয়েছে ঝি। আপনাপন কাজের জগতে ব্যস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া, আত্মমুখীনতা, স্বার্থপরতা, অসততা, দুর্নীতিগ্রস্ততা, অনৈতিকতা, পরশ্রীকাতরতা, দীনতা, ভণ্ডামি, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসে সর্বত্র বিদ্যমান। বিশ্বায়ন ও ভোগবাদী সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নগরের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মধ্যে কীভাবে ভোগবিলাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কীভাবে তারা অলীক সুখের সন্ধানে ছুটে চলেছে, কীভাবে মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে, কীভাবে পারিবারিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ছে তার সাতকথা নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাস। নগরের লিভ টুগেদার সম্পর্ক, অভিনয় জগতের কথা, দেহ ব্যবসা, রেস্টুরেন্ট ও বার সংস্কৃতি, ফ্ল্যাটবন্দি জীবন, পার্টিকালচার, বৃদ্ধাশ্রম, মাদকাসক্তি, ভ্রমণ বিলাসিতা, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলিও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া নকশাল আন্দোলনে এক সময় কলকাতার নগরজীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল সে ছবিও ধরা পড়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে কলকাতা নগর ও নগরজীবনের যে চিত্রগুলি লিখনবন্দি হয়েছে সেগুলি হল -

ক. ফ্ল্যাটবন্দি জীবন : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গ একটি সাধারণ বিষয়। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে কোনও না কোনওভাবে ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গ এসেছে। নগরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্য প্রত্যেকটি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার ফ্ল্যাটের দিকে ধাবিত হয়। বিশেষ করে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষদের প্রয়োজনেই নগরগুলিতে গড়ে উঠে ফ্ল্যাট। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর ‘উপন্যাস বহুরূপে’ গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, -

> “মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশে গড়ে উঠল নতুন এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত যাদের হাতে পয়সা এবং যাদের মনের গঠন তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি বিনোদন-পিপাসু। এই শ্রেণির কাছে শিক্ষা হল ভাল চাকরির সোপান, চাকরি হল বেশি উপার্জনের মাধ্যম। উপরের পদে যাবার প্রতিযোগিতাই তাঁদের কাছে হল স্বাভাবিক পরিস্থিতি। এই শ্রেণির প্রয়োজনে বন্যার মতো বেড়ে গেল ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পড়ার প্রবণতা ও স্কুলের সংখ্যা। এঁদেরই প্রয়োজনে শহরে শহরে গড়ে উঠতে লাগল বহুতল আবাসন-প্রকল্প।”[১]

ফ্ল্যাট কেনা বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বসবাস করা এদের জীবনে স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের জন্য এরা কেউ প্রোমোটারের হাতে জমি-বাড়ি বিক্রি করে দেয়, কেউ প্রোমোটারকে আগাম টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করে, কেউ বা প্রোমোটারের কাছ থেকে চরম প্রতারণার শিকার হয়। আবার নগরে ফ্ল্যাট নির্মাণ করতে হলে একজন প্রোমোটারকে কখনো কখনো নিতে হয় গুণ্ডা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 343 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ও রাজনীতির আশ্রয়। এই সমস্ত দিকই প্রতিফলিত হয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। তাঁর 'কাচের দেওয়াল', 'হেমন্তের পাখি', 'ধূসর বিষাদ', 'কাছের মানুষ', 'গভীর অসুখ', 'দহন', 'পরবাস', 'অন্য বসন্ত', 'ফিরে দেখা', 'নীল ঘূর্ণি', 'উড়ো মেঘ', 'অলীক সুখ', 'অনিকেত' ইত্যাদি উপন্যাসে ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গ রয়েছে। এগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ফ্ল্যাটের কথা দিয়েই সুচিত্রা ভট্টাচার্য নির্মাণ করেছেন 'অনিকেত' উপন্যাসটি। ফ্ল্যাটকে কেন্দ্র করে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। দেখা যায় দীর্ঘকাল ভাড়া বাড়িতে থাকতে থাকতে এক সময় হাঁপিয়ে পড়ে মন্দার-সুরভি। ফলে তারা ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ব্যাঙ্ক ব্যালান্স শূন্য করে প্রোমোটারকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দেয়। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, -

> "ফ্ল্যাট বুক করেই মন্দারের হাঁটা-চলা বদলে গেছে যেন। একটা অদ্ভুদ ধরনের ব্যক্তিত্ব এসেছে তার মধ্যে। আগে মিনিবাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে মন্দার বড়জোর তার দিকে কটমট করে তাকাত, এখন মন্দার তার চোখে চোখ রেখে ঝগড়া করতে পারে।... এখন সে দিব্যি মাথা তুলে বসের সঙ্গে কথা বলতে পারে।"[২]

অর্থাৎ সামাজিক সম্মানের সঙ্গে ফ্ল্যাটের যে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এখানে তা আমরা অনুধাবন করতে পারি। ফ্ল্যাট বুক করার পর যেন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে তারা। ঘর কীভাবে সাজাবে, কোন ঘরে কী থাকবে তার ছবি আঁকে সুরভি। ঠিক এই সময় আদালত এক নির্দেশ জারি করে কর্পোরেশনে জমা পড়া সমস্ত বাড়ির প্ল্যানই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হতাশ হয়ে পড়ে তারা। অবশেষে যখন হাইকোর্টের রায় বেরোল তখন বেঁকে বসে প্রোমোটার। ইট, লোহা, সিমেন্টের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পূর্বের দামে সে আর ফ্ল্যাট দিতে রাজি নয়। আরও এক লাখ টাকা বেশি লাগবে। কিন্তু তার মতো দিন আনা দিন খাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবার পক্ষে আবার এক লাখ টাকা জোগাড় করা অসম্ভব। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তাহলে পথে বসতে হয়। এভাবে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে তৈরি হয় সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফারাক। হা-হুতাশ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। তারা পারে না প্রতিবাদ করতে, পারে না প্রোমোটারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করতে। ফলে শত সমস্যা আর অসুবিধাকে সঙ্গী করেই তাদেরকে আবার সেই ভাড়া বাড়িতেই থাকতে হয়। মনকে প্রবোধ দিতে হয়, বোঝাতে হয় এই বলে যে, 'এই বাড়িটা কিন্তু ওই ফ্ল্যাটের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। কত বেশি ফ্লোর-এরিয়া, বড় বড় ঘর, কতটা ওপেন স্পেস...ওই ফ্ল্যাট কিনলেও আমাদের ওখানে ধরত না।'[৩]

খ. ভোগবাদী জীবন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নগরজীবনের মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেও লক্ষিত হয় তীব্র ভোগাকাঙ্খা। আরও কীভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়, আরও কীভাবে বিলাসবহুল জীবনযাপন করা যায়, কীভাবে আরও অর্থ রোজাগার করা যায় তা নিয়ে নগরের মানুষ সর্বদাই চিন্তিত ও সচেষ্ট। আদর্শের চেয়ে যেনতেন প্রকারে অর্থপ্রাপ্তিই তাদের কাছে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্য তারা যাবতীয় সামাজিক রীতিনীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। ফলে তারা কখনো হয়ে ওঠে স্বার্থপর, কখনো ঘুষখোর। কখনো তারা ফাঁকি দেয় ট্যাক্স, কখনো অন্যকে ল্যাং মেরে চেষ্টা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। এই আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্যই নগরজীবনে অবহেলিত হতে দেখি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, একের পর এক ভেঙে পড়ে একান্নবর্তী পরিবার। শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী আর সন্তানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় জীবন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর 'দেখার আনন্দ দেখার যন্ত্রণা' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "পণ্যরতিতে জর্জরিত ভোগবাদী এই সমাজ সম্পদ অর্জনকেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য করে তুলেছে। অবহেলিত হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। মূলত উচ্চমধ্যবিত্ত শহুরে সমাজের এই ব্যাধির দিকগুলিই লেখিকা উন্মোচিত করতে চেয়েছেন।"[৪]

মুক্তবাজার অর্থনীতির দুনিয়ায় মানুষের ভোগের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ফলে জীবনকে ভোগ করতে গিয়ে মানুষ কীভাবে তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে, কীভাবে তার নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটছে, কীভাবে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে তার ছবি ফুটে উঠেছে 'ভাঙনকাল' উপন্যাসে। চন্দন পেশায় একজন সরকারি অ্যাকাউন্টেন্ট, স্ত্রী অনুরাধা গৃহবধূ। প্রাচুর্যে

আর বিলাসে ভরা তাদের জীবন ও সংসার। আধুনিক নানা সাজসরঞ্জামে ভর্তি তাদের সংসার। চন্দন একসঙ্গে তিন রকমের মাছ কেনে, কেনে চিকেন আর মাংসও। বাজারে সে কখনোই মাছের দাম জিজ্ঞাসা করে না। সেইসঙ্গে শাক কেনে সে দু'তিন রকমের, কেনে সময়ের সবজি। এই বিলাসবহুল জীবনের আয়ের উৎস কী? ঘুষ। অনবরত ঘুষ নেয় সে। সেই সঙ্গে আয়কর বাঁচানোর পন্থাও অবলম্বন করে। চারদিকে যেহেতু ঘুষের আর লুটের সংস্কৃতি সমহিমায় বিরাজমান তাই স্বাভাবিকভাবেই চন্দনও এই সংস্কৃতির অন্যতম অংশীদার হয়ে পড়ে। চন্দন ভাবে -

> "যে যেখান থেকে পারছে লুটে পুটে খাচ্ছে। একজনও শালা ঠিক নেই। আমি একা বউ বাচ্চা নিয়ে আঙুল চুষব?"[৫]

স্ত্রী অনুরাধাও 'হাড়ির মত সরা'। স্বামীর ঘুষ নেওয়া সে জানে ও সমর্থনও করে। তার সাফ মন্তব্য –

> "তুমি তো অন্য কাউকে ঠকাওনি। বঞ্চিত করোনি। অন্যের টাকা ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নাওনি। যারা অন্যায় করে তারাই চুরি ঢাকতে তোমাকে টাকা দেয়।"[৬]

অর্থাৎ তারা উভয়েই চায় আরও প্রাচুর্য, আরও সুখ, আরও আরাম, আরও অর্থ, আরও উপরে উঠতে। স্বার্থপরের মতো তারা নিজেরাই শুধুমাত্র বাঁচতে চায়। তাই অনুরাধা চন্দনকে একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হওয়ার প্রস্তাব দেয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে মসৃণ হয় তার জন্য মিথ্যে বলতেও কসুর করে না অনুরাধা। বিপুল অর্থ উপার্জনের জন্য অনুরাধা ছেলেকে তালিম দিতে থাকে ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইএফএস ও জজ হওয়ার। অর্থাৎ চন্দন-অনুরাধার কাছে অর্থই শেষ কথা। ব্যাগের মধ্যে অবহেলায় টাকা ছড়িয়ে রাখতে ভারী তৃপ্তি পায় অনুরাধা। চন্দনের স্বপ্ন ছেলে "ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হবে, ঘ্যামা চাকরি করবে, অঢেল টাকা কামাবে, আর আমরা বুড়োবুড়ি পায়ের ওপর পা তুলে...।"[৭] এই অত্যধিক ভোগাকাঙ্খার জন্যই মধুচক্রের আসর থেকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় চন্দন। আর পরীক্ষার হলে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে রাজা।

গ. পরকিয়া, লিভ টুগেদার ও ডিভোর্স : পরকিয়া ও ডিভোর্স সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসের নিবিড় পাঠে দেখা যায় গৃহে বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষরা কখনো অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়, কখনো বেশ্যালয়ে গমন করে, কখনো বা লিভ টুগেদার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৈরি হয় দাম্পত্য সংকট। এই দাম্পত্য সংকটই শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদের রূপ নেয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসের নিবিড় পাঠে দেখা গেছে যে, দাম্পত্য সম্পর্ক ধংসের জন্য মূলত পুরুষরাই বেশি পরিমাণে দায়ী। 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসে রাইকিশোরী ও অনিমেষের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে, অনিমেষেরই কারণে। কারণ অনিমেষ রাইকিশোরীকে শুধুমাত্র ভোগের পাত্র হিসেবে দেখেছিল। ব্যক্তিত্বময়ী রাইকিশোরীর পক্ষে এই অপমান মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। উপন্যাসে মণীশের সঙ্গে কাঁকনেরও দাম্পত্য সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। কারণ মণীশ নপুংশক হওয়ায় কাঁকনের সঙ্গে শারিরীক সুখানুভূতিতে ব্যর্থ হয়। পরে আবীরের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে কাঁকন। অন্যদিকে উপন্যাসে মঞ্জুর স্বামীকে আমরা রাতের পর রাত বেশ্যালয়ে অতিবাহিত করতে দেখি। 'কাঁচের দেওয়াল' উপন্যাসেও সুবীরের সঙ্গে জয়ার বিচ্ছেদ হয়েছে। সুবীর জয়াকে মানুষের মর্যাদা দিতে চায়নি। সে চেয়েছিল জয়ার সম্পূর্ণ বশ্যতা। বিচ্ছেদের পর রীতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় সুবীর। লিভ টুগেদারের একটি ভিন্ন ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে এই উপন্যাসে। দেখতে পাই প্রাপ্ত বয়স্ক বৃষ্টি তার পিতা সুবীরের সঙ্গে লিভ টুগেদার করার জন্য চাপ দিতে থাকে। বৃষ্টির এই প্রস্তাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় সুবীর। বৃষ্টি সুবীরকে বলে -

> "যদি বলি তোমাকে চাই? ...অন্য কারওর সঙ্গে শেয়ার করে নয়। আমি এখন অ্যাডাল্ট। ইচ্ছে করলে মা'র কাছে না থেকে তোমার সঙ্গেও থাকতে পারি। শুধুই আমরা দু'জন।"[৮]

বিবাহিত স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও 'ভাঙনকাল' উপন্যাসে নারীসঙ্গ করে চন্দন। নববর্ষের রাতে বন্ধুদের নিয়ে নারীসঙ্গ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে দেখি সিদ্ধার্থ ও গোপা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পরনারী ও পরপুরুষের প্রতি আসক্ত। সেই সঙ্গে দেখি স্ত্রীকে অকারণ সন্দেহের জন্যই দীপক আর শর্মিলার মধ্যে ঘটে বিচ্ছেদ।

ঘ. ধূমপান ও মদ্যাসক্তি : ধূমপান ও মদের প্রতি আসক্তি কলকাতা নগরজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অসংখ্য উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের সিগারেট, মদ ইত্যাদির প্রতি আসক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর কিছু উপন্যাসে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও নেশা করতে দেখি। 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসে মদ্যপানকে নেশায় পরিণত করেছে মঞ্জুর স্বামী। মদ পান করে রাতের পর রাত সে পড়ে থাকত বস্তিতে। এই উপন্যাসে কাঁকন নামে একজন নারীকেও আমরা সিগারেট ধূমপান করতে দেখি। 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের মদ্যাসক্তির একটি ভিন্ন রূপ খুঁজে পাই। এখানে সুবীর যথাসময়ে মদ পান করার জন্য বাড়ির ফ্রিজেই তা মজুত করে রাখে। এছাড়া এই উপন্যাসে বৃষ্টি, সুদেষ্ণা, শিপ্রা প্রমুখ যুবতী ও নারীদেরও সিগারেট ধূমপান করতে দেখি। এদের মধ্যে শিপ্রা হালদার অবিরাম সিগারেট খেয়ে চলে। অন্যদিকে বৃষ্টি নেশায় আসক্ত হয়েছে মূলত বাবা-মার বিচ্ছেদজনিত কারণে। অতিরিক্ত চিন্তার কারণেই সে সিগারেট, মদ এবং শেষে ড্রাগের নেশায় আসক্ত হয়। 'ভাঙনকাল' উপন্যাসে সুখভোগ করতে গিয়ে সিগারেট ও মদ্যপান করে চন্দন। সে আয়েস করে সিগারেট খায়। একটা সময় বাড়িতেও মদের আসর বসায়। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসের সেলস ম্যানেজার সুপ্রতীমকেও এজেন্টদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করতে হয়। 'ধূসর বিষাদ' উপন্যাসে সিগারেট ধূমপান করতে দেখি ভাস্করকে। মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে স্ত্রীকে গালিগালাজ করতে দেখি রণজয়কে। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে মদ্যপানকে নেশায় পরিণত করে আদিত্য। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার লিভার। আবার যে চিকিৎসকরা রোগীদের মদ্যপান করতে নিষেধ করেন সেই চিকিৎসকদের দুই প্রতিনিধি অরূপ আর শুভাশিসকে বাড়িতে একসাথে বসে মদ্যপান করতে দেখি। মদ্যপান করে দুই নারী মীনা-রুনা। নাগরিক জীবনে মদ যে কতটা প্রিয় দ্রব্য তার প্রমাণ পাই 'গভীর অসুখ' উপন্যাসে অধ্যাপক অভিজিতের মাধ্যমে। বাড়িতে তার অসুস্থ পিতা। এমতাবস্থায় বরুণ তাকে মদ খাওয়ার অভ্যর্থনা জানালে সে একেবারে দৃঢ়ভাবে না বলতে পারেনি। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে বারে গিয়ে বরুণের সাথে আকণ্ঠ মদ্যপান করে সে। 'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে' উপন্যাসে সমীরণ নামে একজন আইনজীবীকে খুঁজে পাই যে প্রতি রাতে শোয়ার পূর্বে এক পেগ মদ্যপান করে। 'ঢেউ আসে ঢেউ যায়' উপন্যাসে পুরুষদের সাথে একত্রে মদ্যপান করতে দেখি দুই নারী মিত্রা ও বন্দনাকে। 'উড়ো মেঘ' উপন্যাসেও বুগির সঙ্গে বাড়িতেই হুইস্কি পান করে সৌম্য। দেশি মদ খেয়ে বেহেড হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে 'অর্পিতা' উপন্যাসের শুভেন্দু।

ঙ. নগরের রেস্তোরাঁ : নগরে মানুষের জীবনের সঙ্গে রেস্তোরাঁ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আপনজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয় মানুষের সঙ্গে খানিক বিলাসিতা করার জন্য রেস্তোরাঁ হল একটি উপযোগী জায়গা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একাধিক উপন্যাসে রেস্তোরাঁর প্রসঙ্গ রয়েছে। 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসে রাইকিশোরী ও তার বন্ধুদের দেখি এক চিনা রেস্তোরাঁয় বসে অফিসের টিফিন করতে। এখানে কেউ খাচ্ছে শুয়োর, কেউ ককটেল সসেজ, কেউ পর্ক চাউমিন। 'কাঁচের দেওয়াল' উপন্যাসে রেস্তোরাঁর প্রসঙ্গ এসেছে পিতা ও অষ্টাদশী কন্যার একান্তে আলাপ করার উদ্দেশে। এখানে মেয়েকে সঙ্গে করে দুপুরে কলকাতার একটি রেস্তোরাঁয় যায় সুবীর। সেখানে রয়েছে পশ্চিমি সঙ্গীতের ব্যবস্থা, রঙিন আলোর আবছা বিচ্ছুরণ ও এয়ারকন্ডিশনারের কৃত্রিম পাহাড়ি শীতলতা। 'ধূসর বিষাদ' উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একান্তে বোঝাপড়ার প্রসঙ্গে রেস্তোরাঁর কথা এসেছে। রেস্টুরেন্টে তারা খায় চা ও ফিস ফ্রাই। 'মন্থন' উপন্যাসেও রয়েছে রেস্তোরাঁর প্রসঙ্গ। জুনের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে কলকাতা শহরে যখন দগ্ধ তখন অর্ণব এক শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর বসে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে মনোরম লাঞ্চ। সেই সঙ্গে উপভোগ করে এক সোনালি চুল গায়িকার গান। 'একা জীবন' উপন্যাসে দেবাংশুও তার প্রাক্তন প্রেমিকা সুতপার সঙ্গে দেখা করেছে একটি রেস্তোরাঁয়। এখানে তারা খায় কফি আর পকোড়া। 'চার দেওয়াল' উপন্যাসে সূর্য ও তিয়া নামে একজোড়া প্রেমিকা-প্রেমিকাও রেস্তোরাঁয় বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পরিকল্পনা করে। চিনা রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে তারা খায় স্যুপ, প্রন, চিকেন, মাশরুম ইত্যাদি।

চ. নগরের পার্টিকালচার : পার্টিকালচার নগরজীবনের অপর একটি পরিচিত দিক। জন্মদিন, বিবাহ, বিবাহবার্ষিকী, গেট টুগেদার ইত্যাদি নানা উপলক্ষে নগরজীবনে অনুষ্ঠিত হয় পার্টি। কেউ আবার নিজের ব্যবসার খাতিরে আয়োজন করে পার্টি। পার্টিগুলির একটি সাধারণ ধর্ম হল ধূমপান ও মদ্যপান। সেই সঙ্গে থাকে অন্যান্য খাবার। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অসংখ্য উপন্যাসে নগরের এই পার্টিকালচারের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসে রাইকিশোরীর স্বামী অনিমেষ পার্টি আয়োজন করে তার ব্যবসার সমৃদ্ধির জন্য। 'কাঁচের দেওয়াল' উপন্যাসে দেখা যায় বৃষ্টি, জয়ন্তী, রাজীব, জীয়ন নামে এক ঝাঁক উঠতি যুবক-যুবতী প্রায়ই একত্রে মিলিত হয়। প্রবল দাপটে ও নাদে তারা ড্রাম বাজায়। বাজায় গিটার, জ্যাজমেট, সিন্থেসাইজার। সেই সঙ্গে চলে সিগারেট, মদ, গাঁজা, নেশার ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার ইত্যাদির রমরমা। মাঝে মাঝে এই আড্ডায় বসে নিষিদ্ধ ছবির আসরও। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে পার্টি আয়োজন করে রূপক। পার্টিতে হুইস্কি, রাম, জিন, ভদকা, ব্র্যান্ডি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মদের ব্যবস্থা করে রূপক। সঙ্গে থাকে শ্যাম্পেন, পানশালা ও ইংরেজি বাজনার ব্যবস্থা। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে পার্টি আয়োজন করে অরূপও। অন্যদিকে নার্সিংহোম উদ্বোধন করে পার্টি দেয় চিকিৎসক শুভাশিস। নানা ধরনের দেশি-বিদেশি সুরা, হোটেলের খাদ্য, চটুল ইংরেজি বাজনায় উপচে পড়ে শুভাশিসের ফ্ল্যাট। কোমর জড়িয়ে নাচও হয় নিয়মমাফিক।

ছ. ইংরেজি ভাষার বহুল ব্যবহার : ইংরেজি ভাষার বহুল ব্যবহার নগরজীবনের একটি পরিচিত ও সাধারণ দিক। ইংরেজি ভাষার প্রভাবেই হোক কিংবা আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে খ্যাতির কারণেই হোক কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেনির মানুষকে আমরা কথায় কথায় ইংরেজি বলতে শুনি। বিশেষ করে শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত নাগরিক এবং তাদের সন্তানরা যখন বার্তালাপ করে তখন অনিবার্যভাবে তাদের কথাবার্তায় ইংরেজি এসে উপস্থিত হয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলি যেহেতু নগরজীবনের পটভূমিতে রচিত তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মুখে ইংরেজি এসে হাজির হয়েছে। নগরবাসীর এই বিচিত্র কথনভঙ্গীকে বাংরেজি সংস্কৃতি বলে সম্বোধন করেছেন সমালোচক সুধীর চক্রবর্তী। নগরের মানুষ যে কত বিচিত্রভাবে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার করে তা অনুধাবন করি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস পাঠে। যেমন -

> ১. "মণীশ এর মধ্যে আসছে কেন? হোয়েন আ চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড, ইট ইজ ক্লোজড ফর এভার।"[৯]
>
> ২. "বললাম আপনি আমার বউকে উদ্ধার করেছেন, তার জন্য উই আর এভার গ্রেটফুল টু ইউ।"[১০]
>
> ৩. "তাই বুঝি? ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেম। সত্যিই শি ইজ এ স্টার।"[১১]
>
> ৪. "হোয়াট ডু ইউ মিন বাই চাকরির ক্ষতি? জানো, আজ আমার অফিসে সুইসাইড করতে ইচ্ছে হচ্ছিল?"[১২]

জ. নগরের দেহব্যবসা : দেহ ব্যবসা তথা পতিতাবৃত্তি নাগরিক জীবন সংস্কৃতির অন্যতম দিক। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নগরের পতিতাবৃত্তির একটি উল্লেখযোগ্য অভিমুখ লক্ষিত হয়। দেখতে পাই নগরে মূলত দুই শ্রেনির নারী পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। প্রথমটি হল আমরা সেই সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে পাই যারা দেহ ব্যবসাকেই চিরস্থায়ী বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়টি হল কিছু মধ্যবিত্ত নারীকে তাঁর উপন্যাসে দেখি যারা স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপনের উদ্দেশে অন্যান্য জীবিকার পাশাপাশি দেহব্যবসাকে আংশিক সময়ের জন্য গ্রহণ করেছে। 'উড়ো মেঘ' উপন্যাসে রয়েছে নগরের প্রকৃত পতিতাদের কথা। আঁধার নেমে পড়তেই রংচং মেখে এরা ঘোরাঘুরি করে কালীঘাটের আশেপাশে। উৎকট এদের সাজ, ক্ষয়াটে মুখ আর কোটরগত চোখ। রিরংসায় নয়, ক্ষুধায় জ্বলজ্বল করে এদের চোখ। 'রঙিন পৃথিবী' উপন্যাসে আরও সুখে জীবনযাপনের জন্য দেহব্যবসায় নামে অভিনেত্রী মৃত্তিকা। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে স্ত্রীকে এ বিষয়ে সমর্থনও করে তাঁর এডিটর স্বামী সরোজ। অথচ এদের দু'জনেরই রোজগার মন্দ নয়। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে এদের সুখের সংসার। আসলে 'লোভ। লোভ। দু'চার ঘণ্টা শরীরটাকে ভাড়া খাটালে যদি পনের-

বিশ হাজার চলে আসে, খারাপ কী! আর একটু ভালো থাকা যায়। আরও ল্যাভিশলি থাকা যায়। প্রাণের সুখে শপিং করতে পারে।'[১৩]

ঝ. নগরের হানিমুন ও ভ্রমণ সংস্কৃতি : নগরজীবনের আর একটি পরিচিত দিক হল হানিমুন ও ভ্রমণ। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অসংখ্য উপন্যাসে নগরের এই পরিচিত দিকটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। নাগরিক জীবনে দেখ যায় বিয়ের পর নবদম্পতি হানিমুন করছে। অন্যদিকে নগরের কর্মব্যস্ত মানুষ কাজ করতে করতে এক সময় যখন ক্লান্তি বোধ করে তখন তারা বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে। নতুন কোনো দর্শনীয় স্থান, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, ও বন-জঙ্গলের সান্নিধ্যলাভের জন্য বেরিয়ে পড়ে তারা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন', 'অন্য বসন্ত', 'ফিরে দেখা', 'অলীক সুখ', 'আলোছায়া', 'একা জীবন', 'হৃদয় অতল', 'হঠাৎ একদিন', 'গহিন হৃদয়' ইত্যাদি উপন্যাসে রয়েছে হানিমুনের প্রসঙ্গ। এইসব উপন্যাসের তূণীর-ঝিনুক, সুপ্রিয়-মালবিকা, সোমনাথ-শ্রীময়ী, কিংশুক-রম্যাণী, অনিন্দ্য-শরণ্যা, হিমাদ্রি-শ্রীলেখা, সুকান্ত-তিথি ও ভাস্কর-সোহিনী বিয়ের পর হানিমুন করতে যায় গ্যাংটকে, লোলেগাঁও-কাশ্মীর, গোয়া, দার্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা ইত্যাদি স্থানে। অন্যদিকে 'যখন যুদ্ধ' উপন্যাসে সুনীল নামে একজন শ্রমিককে খুঁজে পাই। দারিদ্র্যের সংসারেও সে চেষ্টা করে টাকা জমিয়ে রাখাতে। এই জমানো টাকা দিয়ে সে ভ্রমণ করতে চায় দিঘা। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে সুপ্রতিম-অদিতি ও দীপক-শর্মিলা একসঙ্গে বেড়াতে যায় দেরাদুন, মুসৌরি। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে দেখি প্রতি বছর গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটি উপলক্ষে বউ-ছেলে নিয়ে ভ্রমণ করে সুদীপ। অনবরত কাজের চাপে আর চিন্তায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে চিকিৎসক শুভাশিসও। তাই সেও এক সময় বেরিয়ে পড়ে রাউরকেল্লার উদ্দেশে। 'গভীর অসুখ' উপন্যাসের ধীমান-অনসূয়া ভ্রমণ করে নৈনিতাল, আলমোড়া, রানিখেত, কৌশানি ইত্যাদি স্থান। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'ঢেউ আসে ঢেউ যায়' সম্পূর্ণ উপন্যাসটিই ভ্রমণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের জয়া-অনুতোষ, পল্লব-মিত্রা, শুভ্রা-বন্দনা ও মধুময় এরা সবাই একত্রে ভ্রমণ করতে যায় পুরী ও কোনার্ক।

ঞ. নগরে ভাড়াটিয়া-বাড়িওয়ালার দ্বন্দ্বচিত্র : ভাড়াটিয়ার সঙ্গে মালিকের দ্বন্দ্ব নগরজীবনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই দ্বন্দ্বকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে তা একান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে ধীরাজ নামে এক ভাড়াটিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য লোক লাগিয়ে ভয় দেখায় বাড়িওয়ালা। ফলে ধীরাজ বাধ্য হয় বাড়ি ছাড়তে। কিন্তু পরে যে নতুন ভাড়াবাড়িতে ধীরাজ বাস করে সেখানেও শুরু হয় অত্যাচার। তবে প্রথমদিকে বাড়িওয়ালা মনোতোষের সঙ্গে ধীরাজের সম্পর্ক ছিল বেশ মধুর ও আন্তরিক। ঔপন্যাসিক বলেছেন, -

> "একতলা থেকে মোচা শুক্তনি যাচ্ছে দোতলায়, দোতলা থেকে নেমে আসছে হরেক রকম আচার।"[১৪]

ধীরাজের ছেলে তনুময়ের যখন জন্ম হয় তখন আনন্দে আত্মহারা হয় মনোতোষ। তনুময়ের জন্য সে সংগ্রহ করে খাঁটি ইটালিয়ান জলপাইয়ের তেল। তার স্ত্রী তনুময়ের জন্য নিয়ে আসে সরষের বালিশ। কিন্তু কালের প্রবাহে চির ধরে এই ঘনিষ্ঠতায়। মনোতোষের মৃত্যুর পর তার ছেলে দিবাকর বৃদ্ধি করে বাড়ির ভাড়া। শেষে ধীরাজের কাছ থেকে পছন্দানুযায়ী ভাড়া না পাওয়ায় শুরু করে অত্যাচার। ভাড়াটিয়ার সঙ্গে বাড়িওয়ালার দ্বন্দ্ব দেখা যায় 'অর্পিতা' উপন্যাসেও। দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যে ভাড়াবাড়িতে বাস করে অর্পিতা সেখানে মাসের মধ্যে পনের দিন বিকল থাকে পাম্প। সদুপদেশ দিতে গেলে উল্টে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা শুনিয়ে দেয় কর্তাগিন্নি। 'অনিকেত' উপন্যাসেও বাড়িওয়ালার অত্যাচারের শিকার হয় মন্দার-সুরভি। ফলে একাধিকবার তারা বাড়ি বদল করে।

ট. অবসর ও বিনোদন জীবনের চালচিত্র : নগরের মানুষ কীভাবে অবসর ও বিনোদন জীবনযাপন করে সেই পরিচয়ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। নগরের মানুষ যুক্ত থাকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও ক্লাবের সঙ্গে, যুক্ত থাকে বিভিন্ন শরীরচর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে। সেই সঙ্গে তারা শিল্প ও সাহিত্যচর্চাও করে। 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসে জয়ার চিত্রশিল্পচর্চার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী ও চিত্রশিল্প নিয়ে নাগরিক সমাজের নানা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও ফুটে উঠেছে এখানে। 'ভাঙনকাল' উপন্যাসের অবিনাশ ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। রেলের চাকরি থেকে অবসর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 343 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রহণের পর প্রতিদিন দুপুরে খেয়ে উঠেই সে চলে যায় ক্লাবে। তিন-চার ঘণ্টা ক্লাবে কাটাতে না পারলে তার অবস্থা হয় ডাঙার মাছের মতো। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে রয়েছে সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গ। এখানে গৃহবধূ অদিতিকে আমরা সংসারের যাবতীয় কাজ করার পর সাহিত্যচর্চা করতে ও সাহিত্যসভায় যোগ দিতে দেখি। হেমেন নামে একজন কবিকেও এখানে প্রত্যক্ষ করি। 'ধূসর বিষাদ' উপন্যাসে পাই রাহুলের নাট্যচর্চার কথা। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে অ্যাটম নামে এক কিশোর চরিত্র পাই, যে তার মায়ের হাত ধরে প্রতি শনিবার ছবি আঁকা শিখতে যায়। সেই সঙ্গে সে শেখে সাঁতার, প্রশিক্ষণ নেয় টেবিল-টেনিসের। এই উপন্যাসের ঝুলন লেক গার্ডেন্সের এক ক্লাব থেকে শিখে ক্যারাটে। 'অন্য বসন্ত' উপন্যাসে শুভেন্দুর গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থাকা ও থিয়েটার নিয়ে গ্রুপের দ্বন্দ্বকথা বয়ানলাভ করেছে।

ঠ. নগরের উদাসীন ও অমানবিক জীবনযাপন : নগরের মানুষের জীবন সাধারণত ব্যস্তময়। নিজের জীবন ছাড়া অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময় তাদের নেই। তাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় মূলত নিজের জীবনকে নিয়ে। পাশাপাশি তারা ভালোবাসে নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরুপদ্রপ জীবনযাপন। তারা চায় অবাঞ্ছিত ঝামেলা ও বিপদ এড়িয়ে চলতে। ফলে অন্য মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা কিংবা সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে তারা। নাগরিক সমাজের উদাসীন ও নিরুত্তাপ মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে 'যখন যুদ্ধ' ও 'দহন' উপন্যাসে। 'যখন যুদ্ধ' উপন্যাসে বিশ্বনাথের মা এক বাড়ি থেকে কাজ করে ফিরছিল ভোরবেলা। ফেরার পথে ডানলপের মোড়ে লরির নীচে চাপা পড়ে সে। কলকাতা নগরের মতো জায়গায় সেই কাকভোরে কেউই এগিয়ে এল না। যে যার তালে চলে যায় নিজের মতো। ঔপন্যাসিক এজন্য আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, -

> "যা হয় আর কী, নিজেকে ছাড়া কাকে নিয়েই বা আর ভাবে মানুষ!"[১৫]

'দহন' উপন্যাসে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের বাইরে দিনের বেলা রমিতা যখন নির্যাতনের শিকার হয় তখনও কেউই এগিয়ে আসেনি। বরং রমিতাকে নির্যাতিত হতে দেখে ভিড়ের মানুষ যে যেদিকে পারে সরে যায়। উপস্থিত মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করে প্রতিবাদী ঝিনুক তাই বলে, -

> "শহর নোংরা হয় না। শহরের মানুষরা নোংরা হয়। এতগুলো নপুংশক এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকল্লে...থুঃ থুঃ।"[১৬]

জনগণের ভিড়ের প্রতি এই ঘৃণা তো শুধু একা ঝিনুকেরই নয়, তার শ্রষ্ঠা সুচিত্রা ভট্টাচার্যরও।

ড. নগরজীবনে বৃদ্ধাশ্রম ও হোম : নগরজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে বৃদ্ধাশ্রম ও হোম। দেখা যায় শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়েই গড়ে ওঠে শহরাঞ্চলের নিউক্লিয়াস পরিবারগুলি। দিনকে দিন বৃদ্ধি পায় এই নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির সংখ্যা। দেখতে পাই এইসব পরিবারে অবহেলার শিকার হয় জন্মদাতা পিতামাতা। ফলে অবহেলিত পিতামাতারা নগরের নানা স্বেচ্ছাস্বেবী সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে সমাজের অনাথ, অসহায় ও নিঃস্ব কিশোর-কিশোরীদের আশ্রয়দানের উদ্দেশে নগরে বিভিন্ন হোমও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাছের মানুষ', 'দহন', 'উড়ো মেঘ', 'নন্দিনী', 'আলোছায়া' ইত্যাদি উপন্যাসে নগরের বৃদ্ধাশ্রম ও হোমের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিয়ার ঠাকুমা জীবনের শেষ বেলায় এসে আশ্রয় নেয় বৃদ্ধাশ্রমে। পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ ও দ্বিতীয় পুত্রবধূর কটু মন্তব্য সহ্য করতে না পেরে সে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যায়। 'দহন' উপন্যাসে মৃণালিনী নামে আমরা আর একজন বৃদ্ধার উল্লেখ পাই যে স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেয়। স্বামী মারা যাওয়ার ঠিক দু'মাসের মাথায় পুত্র ও পুত্রবধূদের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে জেদ করে চলে যায় বৃদ্ধাশ্রমে।

ঢ. বিদেশের হাতছানি : বিদেশকে জানার ও বিদেশে যাওয়ার আগ্রহ সবার। কেউ শুধু বিদেশকে জানার জন্যই বিদেশে যায়, কেউ আবার আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও আরও অর্থ রোজগারের জন্য বিদেশ যেতে চায়। বিশেষ করে নগরবাসীর মধ্যে এই আকাঙ্খা আরও প্রবল। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একাধিক উপন্যাসে নাগরিক জীবনের এই দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 343 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'হেমন্তের পাখি', 'ধূসর বিষাদ', 'দহন', 'রং বদলায়', 'শূন্য থেকে শূন্য' ইত্যাদি উপন্যাসে বিদেশ যাওয়ার হাতছানি দেখা গেছে। 'দহন' উপন্যাসে ফিনান্স ম্যানেজারের কাছ থেকে তূণীর যখন ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার প্রস্তাব পায় তখন আনন্দে বাক্যহারা হয় সে। বিদেশ যাওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয় সে। এমনকি এজন্য সে তার প্রতিবাদী প্রেমিকা ঝিনুককে পর্যন্ত প্রতিবাদ থেকে সরে আসার চাপ দেয়। 'রং বদলায়' উপন্যাসে ফিনান্স ডিরেক্টরের কাছ থেকে আফ্রিকা যাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে আনন্দে বিগলিত হয় নীলাঞ্জনও। সৌমিকের মতো সেও স্থায়ীভাবে বাস করতে চায় বিদেশে। 'শূন্য থেকে শূন্য' উপন্যাসে বাপ্পাও আবেদন করে গ্রিনকার্ডের জন্য। ফলে মনোকষ্টে মারা যায় পিতা সুখেন্দু।

ণ. আধ্যাত্মিক ও সামন্তান্ত্রিক জীবনযাপন : বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে বাস করেও আমরা অনেকেই আধ্যাত্মিক ও সামন্তান্ত্রিক জীবনযাপন করি। সাধারণত গ্রামজীবনে এর প্রভাব বেশি দেখা গেলেও নাগরিক জীবনও যে এর প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয় ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তা জানান দিয়েছেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বেশকিছু উপন্যাসে কলকাতা নগরবাসীর আধ্যাত্মিক ও সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাপনের ছবি ধরা পড়েছে। যেমন- 'দহন' উপন্যাসে শ্লীলতাহানির পর রমিতা-পলাশের মঙ্গল কামনায় বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা করা হয়। মাথায় শান্তির জল নেওয়ার পাশাপাশি ঘরেও ছিটিয়ে দেওয়া হয় শান্তির জল। সমস্ত গ্রহের দোষ কাটানোর জন্য রমিতাকে স্বহস্তে কবচ পরিয়ে দেয় গুরুদেব। সেই সঙ্গে দেয় বেশকিছু বিধান। এই উপন্যাসের দময়ন্তী যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপিকা তাকেও গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিতে দেখি। 'অর্পিতা' উপন্যাসে চাকুরীজীবী ও শিক্ষিত অর্পিতাও তার লম্পট, দুশ্চরিত্র ও কামুক স্বামী শুভেন্দুকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য আশ্রয় নিয়েছে তাবিশ-কবচের, আশ্রয় নিয়েছে সাধু-সন্ন্যাসীর, আশ্রয় নিয়েছে ঠাকুর-দেবতার।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কথাজগতে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিবিম্ব কীভাবে ধরা পড়েছে তা মাত্র সুন্দভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রাবন্ধিক শ্রাবণী পাল। তিনি লিখেছেন, -

> "পৃথিবীব্যাপী এক বড় বাজারে ভোগবাদী পণ্যমনস্কতা আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালিকে এমন এক প্রতিযোগিতায় সামিল করেছে যেখানে অর্থই বড় কথা, সেখানে অর্থই যাবতীয় জাগতিক সাফল্যের মাপকাঠি। তাই সে অর্থোপার্জনের উৎস যদি হয় উৎকোচ তাতে সে দ্বিধাহীন, এই অর্থের দম্ভে সে অনেক মানবিক দায়কে অস্বীকার করে, বৃদ্ধ পিতামাতা পুরনো আসবাবের মতো পরিত্যক্ত হয়। এই অর্থ তাকে একাধিক নারী সঙ্গে প্রলুব্ধ করে। অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত নিম্নবর্গের প্রতি উদাসীন ও অ-মানবিক করে তোলে।"[১৭]

এভাবেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে নগরজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরেছেন।

Reference:

১. চক্রবর্তী, সুমিতা, বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্য, উপন্যাস বহুরূপে, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৮৮-৮৯
২. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), অনিকেত, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুন ২০১৮, পৃ. ৩৬৬
৩. তদেব, পৃ. ৩৯৪
৪. ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পাদক), দেখার আনন্দ দেখার যন্ত্রণা, পুরবৈয়াঁ, নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই ২০০১, পৃ. ২০০-২০১
৫. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), ভাঙনকাল, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৪১৭
৬. তদেব
৭. তদেব, পৃ. ৪১৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 343 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), কাঁচের দেওয়াল, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৮৯

৯. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), আমি রাইকিশোরী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১২১

১০. তদেব, দহন, পৃ. ৫৫৫

১১. তদেব, পৃ. ৬১১

১২. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), হেমন্তের পাখি, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুন ২০১৮, পৃ. ৮৬

১৩. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), রঙিন পৃথিবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৯৩

১৪. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, কাছের মানুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ- নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৬৬

১৫. মিত্র, সুবীরকমার (প্রকাশক), যখন যুদ্ধ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২৩

১৬. তদেব, দহন, পৃ. ৫৩৮

১৭. রায়, বিকাশ (সম্পাদক), সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প : মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখ ও মুখোশ, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কথাজগৎ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রকাশ কাল- জুন, ২০১৮, পৃ. ৩৪৫